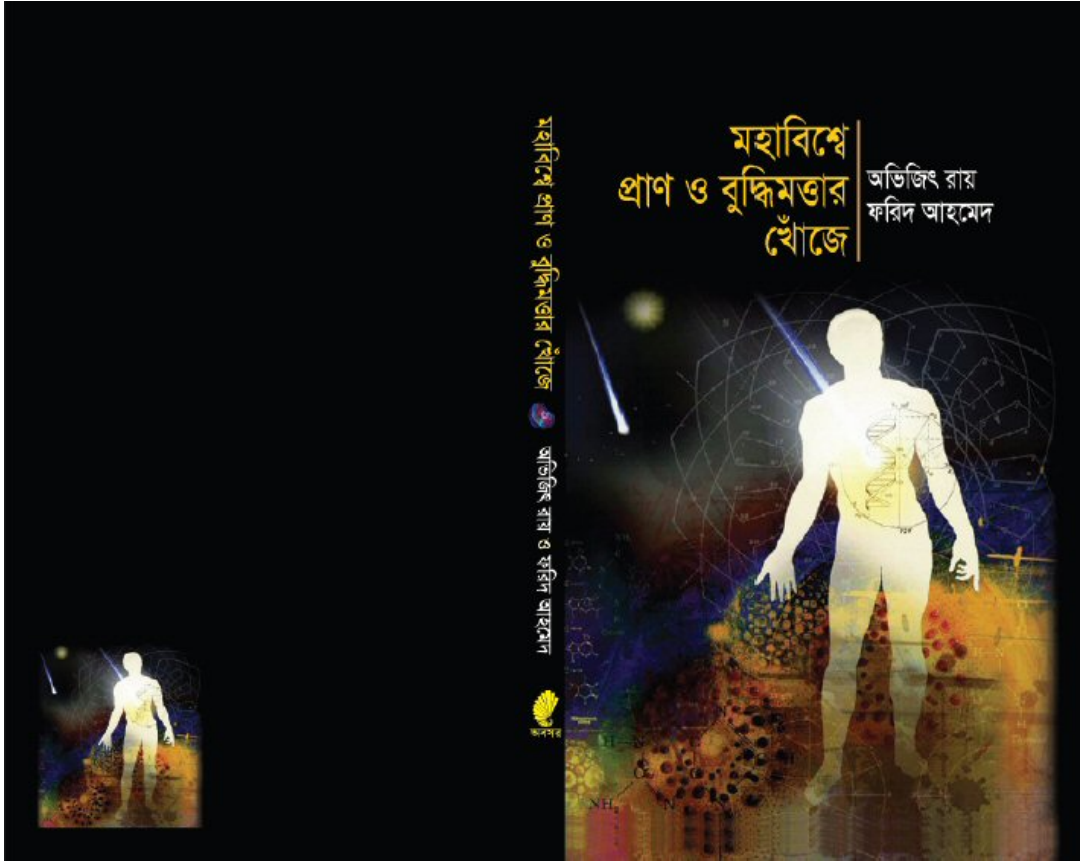


## বইমেলায় মুক্তমনা লেখকদের তিনটি বই

বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মনন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে মুক্তমনার লেখকেরা এ বছরের বইমেলায় (২০০৭) প্রকাশ করছে আলোচিত তিনটি বই :

মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ  
প্রকাশক : অবসর প্রকাশনা

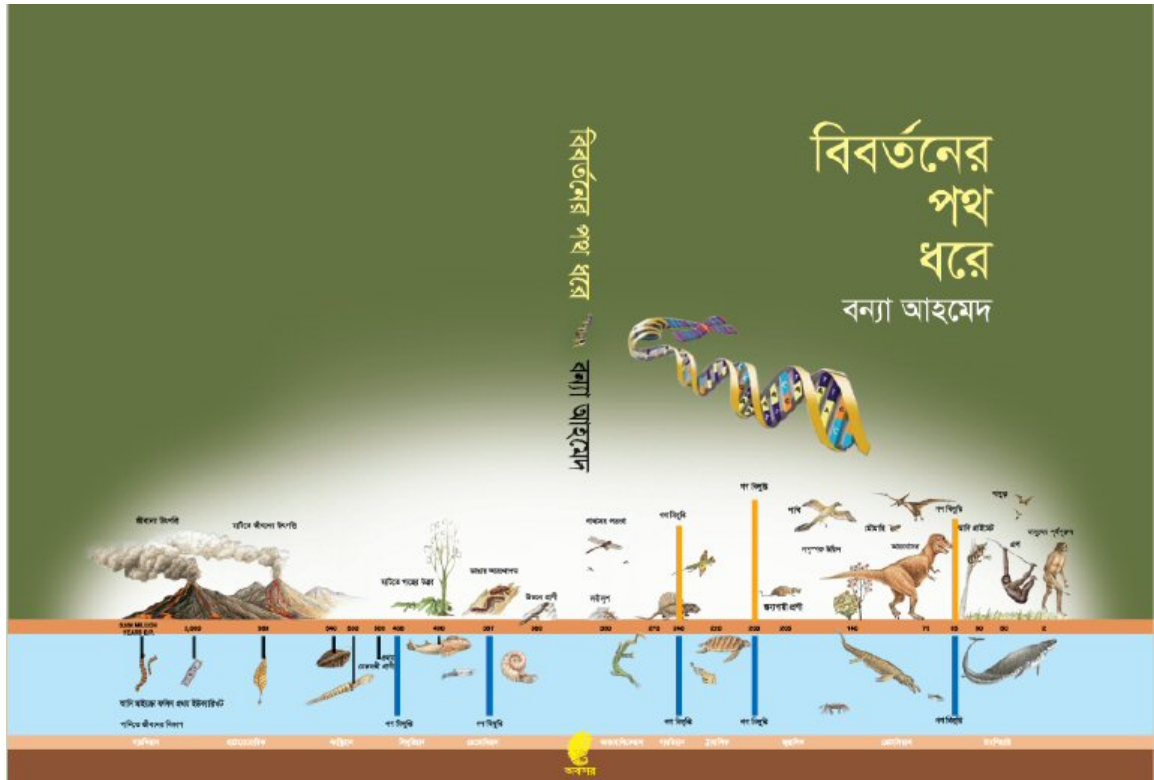


এই অনন্ত মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসংগ, নাকি প্রাণ আর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে মহাবিশ্বের অন্যত্রও? আর প্রাণ জিনিসটাই বা আসলে কি? এর উদ্ভব হয় কোথা থেকে? কিভাবে? -এ ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনে এসেছে সেই কতকাল আগে! প্রচলিত আধ্যাত্মিক এবং বিশ্বাস-নির্ভর মতবাদের বিপরীতে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সুস্থ ধারার বৈজ্ঞানিক আলোচনা। মুক্তমনার ([www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)) সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সন্ধান করেছেন, শুধু এই পৃথিবীতে নয়, এমনকি পৃথিবীর বাইরেও। এ দু'লেখক সম্মিলিতভাবে নয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে জীবনের বস্তুগত সংগঠনের রহস্যকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত

ভাষায় সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। এ বইয়ের মাধ্যমে পাঠকেরা যেমনিভাবে জানতে পারবেন প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ এবং এর বিবর্তনের ইতিহাসকে, তেমনিভাবে আগ্রহী হবেন আমাদের মহাবিশ্বের অনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের কোথাও প্রাণের বিকাশ ঘটান সম্ভাব্যতার ব্যাপারে; সেই সাথে তারা ঝালিয়ে নিতে পারবেন বিজ্ঞানীদের সম্প্রতিক ধ্যান ধারণাগুলোকে। সবমিলিয়ে এ একটি আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রাণবন্ত এবং চমকপ্রদ বই - জীবন উপভোগের পাশাপাশি জীবনকে জানার, জীবনকে বোঝার।

বইটি সার্বিকভাবে সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের (সাইটোজেনেটিক্স গবেষণাগার) অধ্যাপক ড. ম আখতারুজ্জামান।

## বিবর্তনের পথ ধরে : বন্যা আহমেদ প্রকাশক : অবসর প্রকাশনা



বিবর্তন তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের শাখাগুলোর ‘হৃদয়’ হিসেবে স্বীকৃত, কারণ এ তত্ত্ব ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সেই দেড়শ বছর আগে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতে বিবর্তনের যে অনুকল্প হাজির করেছিলেন, তা হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণই শুধু হয়নি, আজ তা

পৃথিবীতে জীবনের নান্দনিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব’ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ডারউইনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেই শুধু আলোড়িত করেনি, সেই সাথে আঘাত করেছে প্রথাগত সমাজব্যবস্থায় এবং লালিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। বিবর্তনবাদ তো শুধু একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এটি প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী।

আর তাই দেড়শ বছর পরেও ডারউইনের এই স্বীকৃত তত্ত্বকে রুখবার জন্য ক্ষমতামালী বিশেষ মহলগুলোর অপচেষ্টার কোন কমতি নেই। বাংলাদেশের স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী থেকে বিবর্তনবাদ তুলেই দেওয়া হয়েছে বলা যায়। ভাবখানা যেন, এ পৃথিবীতে নিজেদের এবং অন্যান্য প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোকে যতই জনগণের জ্ঞানের আওতার বাইরে রাখা যায় ততই যেন মঙ্গল। বাংলাদেশে বিজ্ঞানচেতনার এমন সংকটপূর্ণ দিনে বন্যা আহমেদের ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বন্যা আহমেদ বিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখাগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে বিবর্তনের মূল বিষয়গুলো নিয়ে খুব সহজ ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে এ পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তন কিভাবে নিরন্তর ঘটে চলেছে, কিভাবে উত্তরোত্তর ঘটছে মানুষের মত বোধশক্তি এবং সচেতনতাসম্পন্ন একটি প্রজাতির-এ সুবিস্তৃত কাহিনীর সার্থক মঞ্চায়ন যেন ঘটেছে বইটির পাতায় পাতায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে এসেছে মহাদেশীয় সঞ্চারণ, ল্যামার্কীয় ভ্রান্ত ধারণা, ডারউইনের সমুদ্রযাত্রা গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপের পাখি, পৌরাণিক দৈত্য সাইক্লোপস, বিশাল বপু তিমিমাছদের ডাঙা থেকে পানিতে ফিরে যাওয়া, ডিএনএর রহস্যভেদ, ফ্লোরস দ্বীপের বেঁটে বাটুল, ডানাওয়ালা ডাইনোসরের ফসিল পাওয়ার কাহিনী সহ নানা ধরনের আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় গল্প। বইটির সাবলীল ভাষা এবং জনবোধ্য উদাহরণ ও ব্যাখ্যাগুলো ইতোমধ্যেই ইন্টারনেটে সমাদৃত হয়েছে, আকৃষ্ট করেছে সে সমস্ত পাঠককেও যারা কখনই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। বহু বিদ্বজ্জনদের মতেই, বাংলায় বিবর্তনের ওপরে এমন ‘স্টেট অব দি আর্ট’ বই এর আগে লেখা হয় নি।

বিবর্তন তত্ত্বের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকতে না পেরে সনাতন সৃষ্টিতত্ত্ব অনেক আগেই পিছু হটে গেলেও ইদানিংকালে আমেরিকায় ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’ (আইডি) -এর মোড়কে সেই একই অন্ধবিশ্বাসকে আবারও উস্কে দেওয়া হচ্ছে বিবর্তন তত্ত্বের বিপরীতে। আজকে আমেরিকার এই অংশটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলগুলোর মদদপুষ্ট হয়ে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা স্কুলের পাঠ্যসূচী থেকে বিবর্তন পড়ানো বন্ধ করার দাবী তুলছেন, বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আশার কথা, এই অপপ্রচার রুখতে আজ সচেতন হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা তাদের সনাতন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করছেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছেন, সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখছেন, টেলিভিশন, রেডিও, ম্যাগজিনে বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এমনকি তারা আইডি প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে নেমেছেন, কোর্টে গিয়ে আইডি প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের করা মামলায় সাক্ষ্যও দিচ্ছেন।

বন্যা আহমেদ অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন ‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার’ হিসেবে কথিত আমেরিকায় এই শক্তিশালী মৌলবাদীদের উত্থান, তাদের সুচতুর অপপ্রচার এবং তার পাশাপাশি বিজ্ঞানী ও সমাজ সচেতন প্রগতিশীল মানুষের সংগ্রামকে। বাংলায় লেখা এটাই বোধ হয় প্রথম বই যেখানে এই আইডি প্রবক্তাদের উত্থান ও বিস্তৃতির ইতিহাস এবং তাদের দেওয়া ‘যুক্তি’গুলোর অসারতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিবর্তনের জটিল বিষয়গুলো নিয়ে তার সুললিত বর্ণনা এবং সহজবোধ্য ব্যাখ্যা যেমনি আগ্রহী করবে সাধারণ পাঠকদের বিবর্তন তত্ত্বের প্রতি, তেমনি তারা শিহরিত হয়ে উঠবেন

সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম বিবর্তনের সম্মুখ লড়াই প্রত্যক্ষ করে। তাঁর বইটি হয়ে উঠতে পারে প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের অবশ্য-পাঠ্য গাইড; এটি কাজ করবে সচেতন ও প্রগতিশীল মনন তৈরির দর্শন হিসেবে।

বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, বিবর্তনবাদ বিশেষজ্ঞ ড. ম আখতারুজ্জামান।

## স্বতন্ত্র ভাবনা : মুক্তমনা লেখকদের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন

প্রকাশক : অক্ষুর প্রকাশনী

‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ বইটি মুক্তমনা ও শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সাথে জড়িত লেখকদের নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন। অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় মৌলবাদ, কূপমুন্ডুকতা, প্রতিক্রিয়াশিলতা, আলৌকিকতা ও কুসংস্কারকে উসকে দেওয়া নিবর্তনমূলক ধ্যান ধারণার বিপরীতে মুক্তমনার যে আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে, এ বইয়ের নির্বাচিত লেখাগুলো তারই নিদর্শন বহন করছে। প্রচলিত ধ্যান ধারণার গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো লেখা নয় এগুলো, নয় প্রচলিত বিশ্বাস এবং সিস্টেমের আনত স্তব। এ বইটি বিশ্বাস ভাঙ্গার, নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজ ও ব্যক্তিকে দেখার। সে হিসেবে এ বইয়ের লেখকদের ভাবনাগুলো স্বতন্ত্র; অনেকটাই আলাদা সমাজে বিদ্যমান পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণাগুলো থেকে। তাই এ বইয়ের নাম ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’।

প্রবন্ধ সংকলনটিতে লিখেছেন মুক্তমনার জনপ্রিয় লেখক অভিজিৎ রায়, অপার্থিব জামান, হাসান মাহমুদ (ফতেমোল্লা), ড. প্রদীপ দেব, জাহেদ আহমদ, বন্যা আহমেদ, অনন্ত বিজয়, অর্ণব দত্ত, জাহিদ রাসেল, ড. মিজান রহমান, প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ সহ আরো অনেকে। সেই সাথে মুক্তমনা আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে সংকলনটির জন্য লিখেছেন ড. অজয় রায়, ড. গোলাম মুর্শিদ, ড. শহিদুল ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামান, ড. কবীর চৌধুরী, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক সনৎ সাহা, সুমিত্রা পদ্মনাভনের মত বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রতিষ্ঠিত মুক্তচিন্তকেরা। বইটিতে সংকলিত হয়েছে কাজী আবদুল ওদুদ, বেগম রোকেয়া এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফেরও একটি করে প্রবন্ধ। এছাড়াও এতে থাকছে ড. রিচার্ড ডকিন্স, ড. ভিক্টর স্টেংগার এবং ড. পারভেজ হুদোবয়ের প্রবন্ধের অনুবাদ। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে এটি সংগ্রহে রাখবার মত একটি বই।

বইটি সম্পাদনা করেছেন অভিজিৎ রায় এবং সাদ কামালী। সার্বিক সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অজয় রায়।

[www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)

ফেব্রুয়ারী, ২০০৭